ইউনিট ৪

যীশু খ্রিষ্টের জন্ম ও প্রকাশ্য জীবন

ভূমিকা

ঈশ্বর প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করে তাঁদের মহা সুখে ও শান্তিতেই রেখেছিলেন। কিন্তু আমাদের আদি পিতা-মাতা স্বেচ্ছায় উচ্চাভিলাস, লোভ ও অবাধ্যতার পাপ করে এই পৃথিবীতে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ফলে মানুষের মধ্যে পাপ প্রলোভনের বীজ ও প্রভাব রয়েই গেল। তাই আজও রিপুর তাড়নায় মানুষ পাপ ও অন্যায় করে নিজের আত্মাকে কলুষিত করে এবং স্বর্গে প্রবেশের অধিকার হারায়।

কিন্তু ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি একজন মুক্তিদাতা সহায়ককে পাঠাবেন। তিনি মানুষকে পাপ, অন্যায় অবিচার থেকে মুক্ত থেকে স্বর্গে যাবার পথ দেখিয়ে দেবেন। যীশু যে এ পৃথিবীতে আসবেন তাঁর জন্মের বহু বৎসর পূর্বেই ঈশ্বর বিভিন্ন ভাববাদীদের দ্বারা তা প্রকাশ করেছেন। ভাববাদীদের কথামত মানুষের মুক্তির জন্য প্রভু যীশু এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি জন্মের পর থেকেই মানুষের মুক্তির জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। তিনি নিজের কাজ ও জীবনাদর্শ এবং ন্যায়পরায়ণতা, সৎ জীবন যাপন ও ক্ষমার শিক্ষা দিয়ে মানুষের মাঝে নতুন জীবনের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষানুসারে ক্ষমা, ভালবাসা, সেবা এবং সৎ ও ন্যায় জীবন যাপন হল আধ্যাত্মিক শক্তি ও স্বর্গীয় জীবন লাভের উৎস। তিনি মানুষকে পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে মন ফিরিয়ে ন্যায় ও সত্যের পথে চলার শিক্ষা দিয়েছেন।

মৃত্যুর পরে মানুষ যেন যীশুর নির্দেশিত পথে চলে পুণ্যময় জীবন যাপন করতে পারে সে জন্য যীশু বারজন শিষ্যকে মনোনীত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরাই পৃথিবীতে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করেছেন। বর্তমানে তাঁর কাজ চালাচ্ছেন ঈশ্বরের নিবেদিত ভক্তপ্রাণ নিবেদিত সেবক/সেবিকারা।

আলোচনার সুবিধার জন্য আলোচ্য ইউনিটটিকে চারটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ - ৪.১ যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত

পাঠ - ৪.২ যীশুর বাল্যকাল

পাঠ - ৪.৩ যীশুর বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা

পাঠ - ৪.৪ যীশুর শিষ্য গ্রহণ ও শিষ্যদের দায়িত্ব প্রদান

পাঠ ৪.১

যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত (লূক ১:২৬-৩৮; মথি ২:১-২৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যীশু কিভাবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যীশুর মা-বাবা কিভাবে তাঁকে লালন-পালন ও রক্ষা করেন তা বলতে পারবেন;
- যীশু কেন মানুষরূপে জন্ম নিলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যীশুর জন্মের পর পর কি কি ঘটনা ঘটলো তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

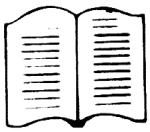

এদোন উদ্যানে আদম-হবার পাপের ফলে মানুষ পাপের অধীন হয়ে পড়েছে। তাদের বংশদর মানবজাতিও পাপের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছে। মানুষ নানা পাপ-প্রলোভন, হিংসা-দ্বেষ, বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধ এবং নরহত্যা নির্যাতন ইত্যাদি করে নিজেদের জীবন ও আত্মা কলুষিত করে নরকের অধীন হল; তারা পৃথিবীর শান্তি শৃংখলাও বিনষ্ট করার প্রবণতার অধীন হয়ে পড়ল। ঈশ্বর মানুষকে এ সকল পাপ প্রলোভন, অন্যায় অবিচারের হাত থেকে মুক্ত করে, শরীর ও আত্মাকে পবিত্র রেখে স্বর্গে যাবার যোগ্য করে তোলার জন্য নিজ পুত্র যীশুকে মানুষরূপে এই পৃথিবীতে পাঠান। ইহা দ্বারা যীশুর জন্মের পূর্বে ঈশ্বর যে বিভিন্ন ভাববাদী বা নবীদের মুখে যীশু জন্মের কথা বলেছিলেন তা সত্য হল। মুক্তিদাতা যীশুর শিক্ষা ও জীবনের আদর্শ দ্বারা মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পেল। যারা তাঁর কথা মানবে না, তারা পাপ ও অন্যায়ের পথে জীবন যাপন করবে এবং মৃত্যুর পর তাদের আত্মা স্বর্গে না গিয়ে নরকেই যাবে। এই পাপ অন্যায়কারী মানুষই এই সুন্দর পৃথিবী ও মানব সমাজের সুখ, শান্তি ও শৃংখলা নষ্ট করবে। মৃত্যুর পর নরকই হবে এদের জন্য অনন্ত শাস্তির স্থান।

যীশু এলেন কেন?

মারীয়ার (মরিয়মের) গর্ভে যীশুর জন্ম

যীশুর জন্ম

গালীল বা গালিলেয়া প্রদেশে এক নিষ্পাপ কুমারী বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল মারীয়া বা মরিয়ম। এই মরিয়মের গর্ভে পবিত্র আত্মার শক্তিতে এক শিশুর জন্ম হয়; তাঁর নাম যীশু। একথার অর্থ মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা।

একদিন মরিয়ম প্রার্থনায় রত ছিলেন। ঠিক সেই সময় ঈশ্বর গাব্রিয়েল দূতকে মরিয়মের নিকট পাঠালেন। দূত মরিয়মকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "প্রণাম মরিয়ম, প্রভু তোমার সহায়, তুমি পৃথিবীর সকল নারীদের মধ্যে উত্তম ও ঈশ্বরের প্রসাদে পূর্ণা। তোমার গর্ভে এক শিশুর জন্ম হবে; তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু"।

দূতের কথায় মরিয়ম ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন, "ইহা কি করে সম্ভব? আমি যে কুমারী। দায়ুদ বংশে যোসেফের সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা (বাগদত্তা) হয়েছে; কিন্তু আমি তো এখনও কোন পুরুষের সংসর্গে আসিনি"। দূত বললেন, "ভয় পেয়না মরিয়ম। ইহা ঈশ্বরের পরিকল্পনা, তুমি পবিত্রাত্মার শক্তিতেই যীশুর মা হবে। স্বামী-স্ত্রীরূপে তোমার কোন পুরুষের সংস্পর্শে আসার প্রয়োজন নেই"। মরিয়ম বললেন, "আমার ইচ্ছা নয়, প্রভুর ইচ্ছাই আমাতে পূর্ণ হউক"। তখনই কুমারী মারীয়া পবিত্রাত্মার শক্তিতে গর্ভবতী হলেন।

এই অবস্থায় মরিয়মের বাগদত্তা স্বামী, ধর্ম পরায়ণ ও ঈশ্বরের একান্ত অনুগত সাধু ব্যক্তি, যোসেফ লোক লজ্জা ও সমাজনীতির ভয়ে মরিয়মকে ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইলেন। তখন ঈশ্বরের এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "যোসেফ, তুমি মরিয়মকে ত্যাগ করনা; তুমিই তাঁর দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। ভয় করো না; কারণ তাঁর গর্ভে যে শিশু এসেছে, তিনি মুক্তিদাতা যীশু। তিনিই মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন"। যোসেফ দূতের কথায় বিশ্বাস করলেন এবং আজীবন মরিয়মের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করলেন।

বেথলেহেম নগরে গোশালায় যীশুর জন্ম

সেই সময় সম্রাট অগস্টাসের আদেশ হল, নিজ নিজ বংশ অনুযায়ী নিজেদের জন্মস্থানের শহরে গিয়ে লোক গননার জন্য (আদম শুমারী) সবার নাম লেখতে হবে। যোসেফ ও মরিয়ম ছিলেন দায়ুদ বংশজাত। তাঁদের শহর ছিল জেরুসালেমের বেথলেহেম শহর। সুতরাং যোসেফ গালীল বা গালীলেয়া দেশ থেকে তাঁর গর্ভবর্তী স্ত্রী মরিয়মকে নিয়ে নিজ শহর বেথলেহেম নগরে গেলেন। নাম লেখার কাজ শেষ করতে করতে রাত হয়ে গেল। রাত কাটাবার জন্য তাঁরা কারো বাড়ি বা পান্থশালায়ও স্থান পেলেন না। সবই ছিল লোকে ভরা। উপায় না দেখে তাঁরা পাহাড়ের পাশে এক গোশালায় আশ্রয় নিলেন। সেই রাতেই মরিয়মের প্রসব ব্যথা দেখা দিল; আর সেই গোয়াল ঘরেই প্রভু যীশুর জন্ম হল। মরিয়ম সেই কনকনে শীতের রাতে যীশুকে একখণ্ড কাপড়ে জড়িয়ে গরু-ভেড়ার খড় কুটার যাব পাত্রে শুইয়ে রাখলেন। তখন আকাশে দেখা দিল এক অদ্ভুত উজ্জ্বল তারকা। এই তারাই পৃথিবীতে ঘোষণা করল প্রভু যীশুর জন্মের কথা। এই ভাবেই অতি দীনবেশে মানব জাতির ত্রাণকর্তা যীশু খ্রিস্টের জন্ম হল।

মাঠের রাখালরা যীশুকে দেখতে গেল

সেই সময় রাতে কয়েকজন রাখাল রাত জেগে বেথলেহেমের মাঠে নিজেদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল হঠাৎ করে ঈশ্বরের এক দূত তাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর উপস্থিতিতে চারদিক আলোয় ঝলমল হয়ে গেল। রাখালেরা ভয় পেয়ে গেল। দূত তাদের বললেন, "তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের এক মহা আনন্দের সংবাদ দিতে এসেছি। এ সংবাদ বিশ্ব মানবজাতির জন্যেও এক আনন্দের খবর। যাও, তোমরা গিয়ে দেখ বিশ্বত্রাতা যীশুর জন্ম হয়েছে দাযূদ নগরে এক গোশালায়। সাধু যোসেফ ও তাঁর মা মরিয়ম কাপড়ে জড়িয়ে তাঁকে যাব-পাত্রে শুইয়ে রেখেছেন"। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ থেকে একদল

দূত নেমে এল, তাঁরা ঈশ্বরের স্তব করে বলতে লাগল, "জয় জয় উর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা পৃথিবীতে তাঁর প্রীতিপাত্র সকল মানুষের মধ্যে শান্তি"।

দূতেরা চলে গেলে রাখালেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, "চল, দূতের কথামত বেথলেহেমে গিয়ে দেখি"। তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলো মরিয়ম ও যোসেফ শিশু যীশুকে যাব-পাত্রে শুইয়ে রেখেছে। শাস্ত্রবাণী ও দূতদের কথামত যীশুকে দেখে তারা খুব আনন্দিত হল ও যীশুকে প্রণাম করল। তারা ঈশ্বরের স্তব ও প্রশংসা করতে করতে ফিরে এল। তারা অন্যান্য মেষ পালক, রাখাল ও অন্য যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদের সবার কাছে ত্রাণকর্তা যীশুর আগমনের কথা প্রচার করতে লাগল। যীশুর জন্মের আট দিনের দিন যিহূদীদের রীতি অনুসারে যোসেফ ও মারিয়া যীশুকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করেন। উৎসর্গের চিহ্নস্বরূপ তারা এক জোড়া কবুতর ছেড়ে দিয়েছিলেন। মন্দিরের রক্ষক বা যাজক সিমোন যীশুকে কোলে করে নিয়ে মহা আনন্দে ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করেন। সিমোন ও ঈশ্বরের আরেক সেবিকা হান্না ঈশ্বরের প্রেরণায় যীশুকে মানব জাতির উদ্ধারকর্তা হিসেবে চিনতে পেরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং মহাপ্রভুর স্তব ও প্রশংসা করলেন।

পূর্ব দেশের তিন পণ্ডিতের আগমন

এই সময় আকাশে সেই অদ্ভুত উজ্জ্বল তারাটি দেখে পূর্ব দেশের তিন পণ্ডিত (রাজা) বুঝতে পারলেন যে, শাস্ত্রবাণী অনুযায়ী নিশ্চয়ই মানবজাতির মুক্তিদাতা প্রভু যীশুর জন্ম হয়েছে। তাঁরা পরামর্শ করে শিশু যীশুকে দেখার জন্য তারাটিকে লক্ষ্য করে যাত্রা শুরু করলেন। যীশুর জন্য উপহার স্বরূপ সঙ্গে করে তারা নিয়ে এলেন স্বর্ণ, সুগন্ধি ধূপ ও গন্ধরস। বহুদূরের পথ হেঁটে তাঁরা জেরুসালেমের রাজা হেরোদের দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যীহুদীদের যে নতুন রাজা জন্ম নিয়েছেন, তিনি কোথায়? আমরা আকাশে অদ্ভুত তারাটি দেখে বুঝেছি যে তিনি জন্মেছেন। আমরা তাঁকে প্রণাম করতে এসেছি। ইহা শুনে হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন ও ভীত হলেন। তিনি ভাবলেন, আমি যুদেয়ার রাজা, আমার রাজ্যে আবার আরেক রাজার আবির্ভাব! যাক, তিনি তাঁর মন্ত্রী সভার পণ্ডিতদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় সেই ত্রাণকর্তা যীশুর জন্ম হবার কথা। তারা রাজা হেরোদকে বললেন, "যুদেয়ার অন্তর্গত বেথলেহেমে- কারণ ভাববাণী মীখা তাঁর ভবিদ্বাণীতে একথাই লিখেছেন"।

রাজা হেরোদ তিনি পণ্ডিতকে বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিয়ে যীশুকে মারার জন্য এক ষড়যন্ত্র আঁটতে লাগলেন। পণ্ডিতেরা আকাশের তারাটি অনুসরণ করে বেথলেহেমে এলেন। তারাটি সেই গোশালার উপর আকাশে থেকে রইল। পণ্ডিতেরা গোশালায় ঢুকে যোসেফ ও মারীয়ার সঙ্গে যীশুকে দেখতে পেলেন। তাঁরা যাকে দেখার জন্য এত আশান্বিত ছিলেন তাঁকে দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন। তখন তাঁরা যীশুর সামনে হাঁটু গেড়ে তাঁকে প্রণাম ও ভক্তি জানালেন; তারপর সঙ্গে আনা সেই স্বর্ণ, ধূনা ও সুগন্ধরস যীশুকে উপহার দিলেন। স্বপ্নে ঈশ্বর তাঁদের হেরোদ রাজার কাছে যেতে মানা করলেন। তাই তাঁরা অন্য পথ ধরে নিজ দেশে ফিলে এলেন।

যীশুকে নিয়ে মিশর দেশে পলায়ন

তিন পণ্ডিত ফিলে না যাওয়ায় হেরোদ খ্রীস্ট রাজ যীশুর কোন খবর পেলেন না। তিনি অত্যন্ত রেগে গেলেন। যীশুর সন্ধান না পেয়ে বেথলেহেমের সীমানায় দুই বৎসরের সকল শিশুকে হত্যা করতে আদেশ দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এই শিশুদের সঙ্গে যীশুও নিহত হবেন। কিন্তু তা আর হল না। যীশুর প্রাণ রক্ষার জন্য একজন স্বর্গদূত যোসেফকে বললেন, "শিশু যীশুকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও। আবার না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। কারণ হেরোদ রাজা শিশুটিকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করছে। ইহাই তোমার প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশ"। যোসেফ শিশু যীশু ও মারিয়াকে নিয়ে মিশর দেশে চলে গেলেন এবং সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন।

কয়েক বৎসর পরে হেরোদ রাজার মৃত্যু হলে ঈশ্বরের দূত যোসেফকে দেখা দিয়ে যীশু ও মারিয়াকে নিয়ে আবার নিজের দেশে ফিরে আসতে বললেন। দূতের কথামত তাঁরা গালীল প্রদেশের নাজারেথ নামক নগরে এসে বসবাস করতে লাগলেন। এখানেই যীশুর বাল্যকাল কেটেছিল এবং যৌবনকাল পর্যন্ত এখানেই বেড়ে উঠেছিলেন বলে তাঁকে নাজারেথীয় যীশু বলা হত। মুক্তিদাতা যীশুর পালিয়ে যাওয়া ও ফিরে আসার কথাও তাঁর জন্মের পূর্বেই প্রবক্তারা (নবীরা) বলেছিলেন। প্রবক্তাদের কথামত সব কিছুই যীশুর জীবনে যথাসময়ে একটার পর একটা ঘটেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যীশু নামের অর্থ কি?
(ক) মহামানব (গ) মুক্তিদাতা
(খ) প্রবক্তা (ঘ) যীশুখ্রিস্ট

২. যীশুর জন্ম হয়েছিল কোথায়?
(ক) প্যালেস্টাইনে (গ) এশিয়ায়
(খ) গালীল প্রদেশে (ঘ) জেরুশালেমের বেথলেহেম নগরে

৩. যীশুর জন্ম হয়েছিল–
(ক) রাজা হবার জন্য (গ) মানব জাতির মুক্তির জন্য
(খ) ধর্ম প্রচার করার জন্য (ঘ) নতুন আইন সৃষ্টি করার জন্য

৪. যীশুর জন্ম হয়েছিল–
(ক) পবিত্র আত্মার প্রভাবে (গ) সাধু যোসেফের সংসর্গে
(খ) সংসারের নিয়ম অনুসারে (ঘ) হঠাৎ করে

৫. কুমারী মারিয়া ও সাধু যোসেফ প্রথম বাস করছিলেন–
(ক) নাজারেথ গ্রামে (গ) যুদেয়ায়
খ) জেরুশালেমে (ঘ) হেরোদের রাজ্যে

৬. পূর্ব দেশ থেকে যীশুকে দেখার জন্য গিয়েছিলেন–
(ক) তিন পণ্ডিত (গ) সম্রাট অগাস্টাস
(খ) গাব্রিয়েল দূত (ঘ) যুদেয়ার রাজা

৭. যীশুর জন্মের সংবাদ প্রথম প্রচার করেছিল–
(ক) এলিজাবেথ (গ) রাখালেরা
(খ) প্রবক্তা মীখা (ঘ) সাধু যোসেফ

৮. শিশু যীশুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন–
(ক) সম্রাট অগাস্টাস (গ) হেরোদ রাজা
(খ) সন্ত্রাসীরা (ঘ) শয়তান

পাঠ ৪.২

যীশুর বাল্যকাল (লূক ২:৩৯-৫২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নাজারেথে যীশুর বাল্যকাল কিভাবে কেটেছিল তা বলতে পারবেন;
- যীশুকে মন্দিরে খুঁজে পাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে পারবেন;
- পিতামাতার প্রতি যীশুর বাধ্যতার বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যীশুর ভবিষ্যতের কার্যের জন্য প্রস্তুতির বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

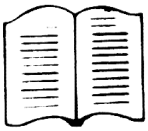

পূর্ব পাঠে আমরা জেনেছি যীশুর পালক পিতা ও মা মরিয়ম মিশর দেশ থেকে ফিরে এসে গালীলে বা গালীলিয়া প্রদেশের নাজারেথ নামক শহরে বসবাস করতে লাগলেন। তখনকার দিকে যীহুদীদের ধর্মীয় রীতি ও নির্দেশ অনুযায়ী জেরুশালেমের মন্দিরে নিস্তার পর্ব (মিশর দেশ থেকে মোশীর নেতৃত্বে ইস্রায়েলীয়দের মুক্তির স্মরণ উৎসব) পালন করতে যেত। জেরুশালেমের বিশ মাইলের মধ্যে সকল পুরুষকে এই উৎসবে যোগ দিতে হত। এছাড়া যে সব পুরুষ সন্তানদের বার বৎসর পূর্ণ হত তাদেরকেও প্রাপ্ত বয়স্ক বলে ধরা হত; তাদেরকেও পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে এই মহা উৎসবে যোগ দিতে হত। তীর্থ করার মত যীশুর পিতামাতাও প্রতি বৎসর এই উৎসবে যোগ দিতেন।

নাজারেথে যীশুর বার বৎসর পূর্ণ হলে শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী বালক যীশুও জেরুশালেমের মন্দিরে পর্ব পালন করতে গেলেন। মহা আনন্দ এবং প্রার্থনা, ধ্যান সাধনা ও মানতের মধ্য দিয়ে পর্ব উৎসব সমাপ্ত হল। উৎসব শেষে যখন সকলে ঘরে ফিরছিলেন, তখন বালক যীশু বাবা মার অজান্তে জেরুশালেমের মন্দিরে থেকে গেলেন। যীশু আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আছে ভেবে যোসেফ ও মরিয়ম এত লোকের ভিড়ে যীশুর কোন খোঁজ করলেন না। তাঁরা একদিনের পথ এগিয়ে এলেন। দিন শেষে তাঁরা আত্মীয় স্বজন ও পরিচিতদের মধ্যে খোঁজ করে কারো সঙ্গে যীশুকে পেলেন না। তাঁরা অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। উপায় না দেখে পরিশেষে আবার জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করে যীশুর খোঁজ না পেয়ে তাঁরা শেষে মন্দিরে ঢুকে যীশুর দেখা পেলেন। তাঁরা যীশুকে সেখানে বসে ধর্মগুরু শাস্ত্রীদের সঙ্গে ধর্ম ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখতে পেলেন। তিনি সেখানে শাস্ত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন এবং তাঁদের প্রশ্নেরও উত্তর দিচ্ছিলেন। বিজ্ঞ শাস্ত্রী ও অধ্যাপকগণ যীশুর প্রশ্ন, বুদ্ধি ও উত্তর শুনে অবাক হচ্ছিলেন।

যীশুর দেখা পেয়ে মা বাবা খুব খুশী হলেন। তাঁরা যীশুকে বললেন, "বাবা, এ তোমার কেমন ব্যবহার। তোমার বাবা ও আমি তোমার খোঁজাখুজি করে কেমন হয়রান হয়েছি।"

তখন যীশু তাঁদের বললেন, "মা, তোমরা আমায় কেনই বা খুঁজছিলে? আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করার জন্যই যে আমাকে তাঁর ঘরেই থাকতে হবে তা কি তোমরা জান না"? যীশুর কথা কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না। তবুও তিনি পিতা-মাতার সঙ্গে আবার নাজারেথে ফিরে এলেন। এখানেই তিনি পিতা-মাতার বাধ্য হয়ে রইলেন এবং তাদের কাজ কর্মে সাহায্য করতে লাগলেন। এখানেই যীশু বয়সে বেড়ে শক্তিমান হয়ে উঠলেন এবং ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রেরণা ও অনুগ্রহে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলেন। এখানেই তাঁর বাল্য জীবন কেটে ছিল বলেই যীশুকে নাজারেথীয় যীশু বলেও ডাকা হত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. যীশু পিতামাতার সঙ্গে মন্দিরে গিয়েছিলেন–
(ক) নাম লেখাতে
(খ) আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে
(গ) নিস্তার পর্ব পালন করতে
(ঘ) ধর্ম উপদেশ শুনতে

২. যীশু মন্দিরে গিয়েছিলেন–
(ক) তেত্রিশ বৎসর বয়সে
(খ) বারো বৎসর বয়সে
(গ) বিশ বৎসর বয়সে
(ঘ) পনের বৎসর বয়সে

৩. বাবা মা যীশুকে খুঁজে পেলেন–
(ক) তিন দিন পরে
(খ) এক মাস পরে
(গ) পনের দিন পরে
(ঘ) একদিন পরে

৪. যীশু মন্দিরে শাস্ত্রী ও অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন–
(ক) সংসারের কাজ কর্মের বিষয়ে
(খ) ধর্ম ও সামাজিক আইন কানুন বিষয়ে
(গ) দেশের বিভিন্ন কল্যাণকর কাজের বিষয়ে
(ঘ) রাজনীতি সম্বন্ধে

৫. যীশুকে নাজারেথীয় যীশু বলা হত কারণ–
(ক) তিনি এখানকার রাজা ছিলেন
(খ) এখানেই তাঁর জন্ম হয়েছিল
(গ) এখানেই তিনি বয়সে, শক্তিতে এবং ঐশ্বরিক প্রেরণা ও জ্ঞানে বেড়ে উঠেছিলেন
(ঘ) এখানে তিনি খুব নাম করেছিলেন

পাঠ ৪.৩

যীশুর বাপ্তিস্ম ও পরীক্ষা (মতি ৩:১৩-১৭ পদ, এবং ৪:১-১১ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রভু যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দীক্ষাগুরু যোহনের নম্রতা ও ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতার কথা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- তিনি ঈশ্বর পুত্র হয়েও শয়তানের দ্বারা তিনবার পরীক্ষিত হয়েছিলেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রার্থনা ও উপবাসের মাধ্যমে যে আত্মিক শক্তি লাভ করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

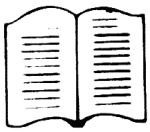

যীশু খ্রিস্টের জন্মের আগেই তাঁর আত্মীয় ভাই যোহনের জন্ম হয়েছিল। দীক্ষাগুরু যোহন মরু প্রান্তরে যীশু খ্রিষ্টের আগমনের সংবাদ লোকদের কাছে প্রচার করতে শুরু করেন এবং খ্রিস্ট বিশ্বাসী বহু মানুষকে খ্রিস্টের নামে যর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম (দীক্ষাস্নান) দিতেন।

দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণ

দীক্ষাগুরু যোহন যখন যর্দন নদীতে বাপ্তি দিতেন তখন যীশু গালীল প্রদেশের নাজরেথ (নাজারত) থেকে বাপ্তিস্ম নেয়ার জন্য যর্দন নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। যীশুকে আসতে দেখেই যোহন লোকদের বললেন, "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি মানুষের সকল পাপ দূর করেন। ইনি সেই লোক যার বিষয়ে আমি তোমাদের বলেছিলাম, যে আমার পরে একজন আসছেন যিনি আমার চেয়েও মহান। তিনি যেন ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশিত হন, সে জন্য আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি"।

যীশু যোহনের কাছে এসে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে চাইলেন, যোহন কিন্তু তাঁকে বাপ্তিস্ম দিতে চাইলেন না। যোহন বললেন, "আমারই বরং আপনার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা উচিত। আর আপনি কিনা আসছেন আমার কাছে"। তখন যীশু যোহনকে বললেন, "এবার এভাবেই হোক, কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের পূর্ণ করা উচিত"। তখন যোহন রাজী হলেন এবং যীশুকে যর্দন নদীর জলে বাপ্তিস্ম দিলেন।

প্রভু যীশু পিতা ঈশ্বরের পরম প্রীতি ভাজন পুত্র

যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে জল থেকে উঠে আসবার সাথে সাথেই তিনি দেখলেন, আকাশ খুলে গেছে। আর ঈশ্বরের আত্মা কবুতরের আকারে তাঁর উপর নেমে আসছেন। আর তখন স্বর্গ হতে এই কথাও শোনা গেল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা ইহার কথা শোন।" বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর ত্রিশ বৎসর বয়সে যীশু তাঁর প্রকাশ্য কাজ শুরু করলেন।

প্রভু যীশুর পরীক্ষা

বাপ্তিস্ম গ্রহণের পর প্রভু যীশু পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ হলেন। তাঁর প্রকাশ্যে কাজ শুরু করার আগে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে আরও শক্তিমান হয়ে উঠার জন্য চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত প্রার্থনা ও উপবাস করে আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন।

চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস ও প্রার্থনার ফলে যীশুর খুব ক্ষুধা পেল। এই সুযোগে শয়তান যীশুকে পরীক্ষা করতে এসে প্রথমে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরগুলোকে রুটিতে পরিণত কর"। উত্তরে যীশু বললেন, "পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখের প্রতিটি কথাতেই বাঁচে"।

তখন শয়তান যীশুকে পবিত্র শহর জেরুশালেমের মন্দিরের উঁচু চূড়ায় নিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে লাফিয়ে নিচে পড়, কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে ঈশ্বর তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন, তাঁরা তোমাকে হাতে দিয়ে তুলে ধারবেন, যেন তোমরা পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে"। যীশু শয়তানকে বললেন, "আবার এ কথাও তো লেখা আছে তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে পরীক্ষা করবে না"।

এবার শয়তান যীশুকে খুব উঁচু এক পর্বতে নিয়ে গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য এবং সমস্ত সম্পদ ও জাঁক-জমক দেখিয়ে বলল, "তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে একবার প্রণাম কর এবং আমাকেই প্রভু বলে স্বীকার কর তাহলে পৃথিবীর এসব কিছুই আমি তোমাকে দিব"।

তখন যীশু শয়তানকে ধমক দিয়ে বললেন, "দূর হও শয়তান"। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, "তুমি তোমার একমাত্র ঈশ্বরকেই প্রভু বলে স্বীকার করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে"। তখন শয়তান পরাজিত হয়ে যীশুকে ছেড়ে চলে গেল। আর স্বর্গদূতেরা এসে যীশুকে স্তবস্তুতি গাইতে লাগলেন।

মনে রাখুন: প্রার্থনা ও উপবাস মানুষের আত্মিক শক্তি বাড়িয়ে দেয়। সেই শক্তির সাহায্যেই আমরা প্রভু যীশুর মত শয়তানের সকল প্রলোভনকে জয় করতে পারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. প্রভু যীশু কার কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন–
(ক) পবিত্র আত্মায়
(খ) দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে
(গ) মোশীর কাছে
(ঘ) যোহনের কাছে

২. যীশু শয়তানের দ্বারা কতবার পরীক্ষিত হয়েছিলেন–
(ক) তিন বার
(খ) ত্রিশ বার
(গ) সত্তর বার
(ঘ) একশত বার

৩. যীশু কতদিন ও কতরাত উপবাস ও প্রার্থনা করে কাটিয়েছিলেন–
(ক) বিশ দিন - বিশ রাত
(খ) ত্রিশ দিন - ত্রিশ রাত
(গ) চল্লিশ দিন - চল্লিশ রাত
(ঘ) পঞ্চাশ দিন - পঞ্চাশ রাত

৪. শয়তান যীশুকে কি রুটিতে পরিণত করতে বলেছিল–
(ক) পাথর
(খ) মাটি
(গ) পর্বত
(ঘ) বালি

পাঠ ৪.৪

যীশুর শিষ্য গ্রহণ ও শিষ্যদের দায়িত্ব প্রদান (মথি-৯:৩৫-১০:১৫ পদ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রভু যীশু কিভাবে শিষ্যদের গ্রহণ করেছিলেন তা বলতে পারবেন;
- বারজন প্রেরিত শিষ্যদের নাম বলতে পারবেন;
- বারজন শিষ্যকে যীশু যে তাঁর বাণী প্রচারের ও ঐশ্বরিক ক্ষমতা দান করেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- যীশুর প্রেরিত শিষ্যেরা মানুষের কল্যাণের জন্য কি কি কাজ করে গেছেন তা নিজ জীবনে কার্যকরী করে তুলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

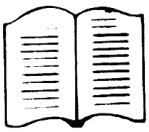

আমাদের প্রভু যীশু পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য ৩০ বৎসর পর্যন্ত প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, আর কাজ করেছেন ৩ বৎসর। তিনি সব মানুষকেই সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন এ পৃথিবীতে মানুষ ঈর্ষাপরায়ণ এবং উচ্চাভিলাষী; মানুষ তাঁর এই শিক্ষা পছন্দ করছে না, তাকে তারা ক্রুশে দিয়ে হত্যা করবে। তাই তিনি জগতের শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বরের মুক্তির বাণী প্রচার ও মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করার জন্য বারজন শিষ্যকে মনোনীত করে যান।

অসহায় মানুষের প্রতি যীশুর করুণা

যীশু বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে ঘুরে ঘুরে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করতেন এবং মানুষকে নানা রোগ ব্যাধি থেকে সরিয়ে তুলতেন। মানুষের পাপ পঙ্কিলতা দেখে যীশুর খুব দুঃখ হল। অন্যায় অপরাধে তারা ছিন্ন ভিন্ন ছিল যেন পালকহীন মেষ পালেরই মত। তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কাজ করার লোক খুবই অল্প। তাই ফসলের মালিককে মিনতি জানাও, তিনি যেন তাঁর শস্য খেতে কাজ করার মজুর পাঠিয়ে দেন"।

যীশু বারোজন শিষ্যকে মনোনীত করেন

যীশু পরে বারজন প্রেরিত শিষ্যকে বাছাই করলেন। তিনি তাঁদের আশুচি আত্মাদের তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আর মানুষের যতসব রোগ যন্ত্রণা ও ব্যাধি সারিয়ে তোলারও ক্ষমতা দিলেন।

সেই বারজন প্রেরিত শিষ্যদের নাম হলঃ প্রথম, শিমোন-যাকে পিতর বলে এবং তাঁর ভাই আন্দ্রিয়। সিবদিয়ের পুত্র যাকোব আর তার ভাই যোহন, ফিলিপ, আর বার্থলমেয়, থোমা(টমাস) আর করগ্রাহী মথি। আল্‌ফেয়ের ছেলে যাকোব ও বদ্দেয়, কানা নিবাসী সিমোন আর ইস্কোরিয়োতীয় যুদা, যিনি পরে যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

প্রেরিত শিষ্যদের দায়িত্ব প্রদান

এই বারজনের উপর যীশু তাঁর প্রচার কাজ অর্পন করলেন। তিনি তাঁদের নির্দেশ দিলেন, "তোমরা কোন বিজাতীয়দের মধ্যে যেও না, বরং ইস্রায়েল বংশের হারানো মেষগুলোর কাছেই যাও। পথে যেতে যেতে তোমরা সকলকে বল স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই। রোগীদের সুস্থ কর, মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুল, কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ কর, সমস্ত অশুচি আত্মাদের তাড়িয়ে দাও। বিনামূল্যে যা পেয়েছ তা বিনামূল্যেই প্রদান কর। যাত্রা পথে তোমরা কোন টাকা পয়স, সোনা রূপা কিছুই সঙ্গে নিও না। পথের জন্য কোন ঝুলি বা দুটোর বেশি জামা জুতো কিংবা লাঠি নিয়ো না। কারণ সে কর্মী তার অন্ন বস্ত্র পাবার অধিকার আছে।

তোমরা সেখানে যাও সেখানে যোগ্য মানুষের খোঁজ নিও, আর সে জায়গা না ছাড়া পর্যন্ত তোমরা তাঁর কাছেই থেকো। তার বাড়িতে প্রবেশ করবার আগেই সেই বাড়ির সকলকে আশীর্বাদ করো, তাতে সেই বাড়ির লোকেরা যদি যোগ্য হয়, তোমাদের শান্তি আশীর্বাদ তাদের উপর বর্ষিত হউক। তারা আদি যোগ্য লোক না হয়, তোমাদের শান্তি ফিরেই আসুক। কোথাও যদি লোকেরা তোমাদের গ্রহণ করতে না চায় কিংবা তোমাদের কথা না শোনে, তাহলে সে বাড়ি বা শহর থেকে চলে আসার সময়ে তোমরা পায়ের ধূলি ঝেড়ে ফেলেই চলে এসো। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি, যারা তোমাদের গ্রহণ করবে না, মহাবিচারের দিনে তাদের তুলনায় সদোম ও ঘমোরা দেশের পাপ দশাও বরং সহনীয় হবে"।

মনে রাখুনঃ ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা যে সব গুণের অধিকারী হয়েছি, সে সকল গুণ সৎ কাজে ব্যবহার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য যীশু কত বৎসর প্রস্তুতি নিয়েছিলেন?
(ক) দশ বৎসর
(খ) বিশ বৎসর
(গ) ত্রিশ বৎসর
(ঘ) চল্লিশ বৎসর

২. যীশু কত বৎসর কাজ করেছেন?
(ক) দুই বৎসর
(খ) তিন বৎসর
(গ) চার বৎসর
(ঘ) পাঁচ বৎসর

৩. যীশুর কতজন শিষ্য ছিল?
(ক) বার জন
(খ) পনের জন
(গ) ষোল জন
(ঘ) বিশ জন

৪. যীশুর কোন শিষ্য যীশুকে শত্রুদর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল?
(ক) পিতর
(খ) ইস্কারিয়োতীয় যুদা
(গ) প্রিয় শিষ্য যোহন
(ঘ) করগ্রাহী মথি

৫. কোন বাড়িতে প্রবেশ করে সেই বাড়ির লোকদের যীশু তাঁর শিষ্যদের কি করতে বলেছিলেন?
(ক) আশীর্বাদ করতে
(খ) অভিশাপ দিতে
(গ) পায়ের ধূলি ঝেড়ে ফেলতে
(ঘ) জামা জুতো পরিয়ে দিতে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. আমাদের প্রভু যীশুর জন্ম সম্বন্ধে স্বর্গদূত ও মারীয়ার (মরিয়মের) কথোপকথন বর্ণনা করুন।

২. যীশুর জন্মের কাহিনীটি বর্ণনা করুন।

৩. রাখালেরা কিভাবে যীশুর জন্ম সংবাদ পেয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন।

৪. পূর্বদেশীয় পণ্ডিতদের যীশুকে দেখতে যাওয়ার ঘটনাটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করুন।

৫. মারীয়া যোসেফ কেন শিশু যীশুকে নিয়ে মিশর দেশে গিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. জেরুশালেম মন্দিরে যীশুকে খুঁজে পাওয়ার ঘটনাটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করুন।

৭. যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করুন।

৮. শয়তান প্রভু যীশুকে কিভাবে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তা থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি তা লিখুন।

৯. যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র তা কোন ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তা লিখুন।

১০. অসহায় মানুষের প্রতি যীশু কিভাবে করুণা দেখিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করুন।

১১. প্রভু যীশুর বারজন প্রেরিত শিষ্যের নাম লিখুন।

১২. প্রেরিত শিষ্যদের যীশু কিভাবে বাণী প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করুন।